১. ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে ঐক্যের দৃঢ়তার যে বাঁধন দেখা যায় তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা কর।

উঃ ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার মূলমন্ত্র হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এদেশে বৈচিত্র্য স্বীকৃত ও সমর্থিত, সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের আকর্ষণও ভারতের ঐতিহাসিক সত্য। বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষ আকারগত দিক থেকে বিশ্বে সপ্তম স্থানাধিকারী। সমগ্র পৃথিবীর এলাকার ২.৪ শতাংশ হল ভারতভূমি। জনসংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় বৃহত্তম। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ এদেশের অধিবাসী। ভারতে মানব জাতির ইতিহাস প্রায় সুদীর্ঘ ৩০০০ বছর ব্যাপী বিস্তৃত।

ভারতের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রসমূহ অসংখ্য এবং বৈচিত্র্যের প্রকৃতি বিস্ময়কর। কিন্তু জাতি, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক স্বতন্ত্র্য প্রভৃতির অস্তিত্ব সত্ত্বেও একটি মৌলিক ঐক্যবোধ বিভিন্নতার ঊর্দ্ধে স্থান পেয়েছে। এই মূলগত ঐক্যবোধ ভারতীয় সমাজকে একটি বৃহৎ সমাজ এবং ভারতীয়দের একটি মহাজাতি হিসাবে প্রতিপন্ন করেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রাম আহুজার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে—"Running through various diversities is the thread of basic unity which makes Indian society a big society and the nation as a big nation."

ভারতীয় সমাজের যে সকল ক্ষেত্রগুলিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে ঐক্যের দৃঢ়তার যে বাঁধন দেখা যায় সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়। যথা—

প্রথমত, ধর্ম ও ভারতের ঐক্য : ভারত ও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্মের সদর্থক ও সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপাসনা, আরাধনা, পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। বহু ধর্ম ও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাদের মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। সমগ্র ভারতব্যাপী ছড়িয়ে আছে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের

Scanned with CamScanner

তীর্থস্থানসমূহ। ভারতের প্রধান ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্মকেই বোঝায়। বেশীরভাগ অধিবাসীই হিন্দু। কালের ধারায় হিন্দু ধর্মের অল্প-বিস্তর বিবর্তন ঘটেছে। কিছু প্রতিবাদী ধর্মমত হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করেছে। যথা— জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-বিচারের মৌলিক সত্ত্বাকে ভারতীয় সমাজ বিকৃত করেনি বরং তাকে অনেকাংশে আত্মস্থ করেছে। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও তা ঐক্যের ভিত্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক কাঠামো ও ঐক্য : ভারতের সামাজিক কাঠামো বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক কাঠামো বা হিন্দু সমাজের কাঠামোকেই বোঝায়। এই সামাজিক কাঠামো ভারতীয় সমাজের ঐক্য সাধনের সহায়ক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতের কিছু কিছু জনগোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং ভিনদেশ থেকে আসা জনগোষ্ঠী এই ধর্ম গ্রহণ করেছে। সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্যসমূহ বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তে সনাতন ভারতীয় সমাজের শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক কাঠামোর কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১. চতুর্বর্ণের ব্যবস্থার উপর সনাতন হিন্দু সমাজের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ও স্তরবিন্যস্ত। প্রতিটি বর্ণের অভ্যন্তরে একাধিক জাতিগত স্তরবিন্যাস বর্তমান।

২. জন্মের ভিত্তিতে জাত-কুলের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। গুণগত যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

৩. সামাজিক অবস্থানের সূচক হিসাবে সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৪. হিন্দু সমাজে কর্মফলবাদের উপর জোর দেওয়া হয়।

৫. ইসলাম ধর্মাবলম্বী ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ এলাকায় আঞ্চলিক, সামাজিক, বৈশিষ্ট্য সমূহ গ্রহণ করেছে।

অর্থাৎ সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বর্তমান থাকলেও সামাজিক কাঠামোটি ঐক্যের ভিত্তি রচনা করেছে।

তৃতীয়ত, জাতিব্যবস্থা ও ঐক্য : সমাজতত্ত্বের সাধারণ আলোচনা অনুসারে জাতিভেদ প্রথা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির জন্ম দেয়। জাতিগত সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে ভারতীয় সমাজে উচ্চ জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে অস্পৃশ্য মানবগোষ্ঠীর ব্যবধানও গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কি

Scanned with CamScanner

অনেক সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ভারতীয় সমাজে জাতিব্যবস্থা এক অভিন্ন সাংস্কৃতিক মতাদর্শের জন্ম দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বিগত কয়েকদশকে এই পরিবর্তন প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। জাতিগত ঐক্যবোধ আঞ্চলিক ও জাতীয় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থবহ ভূমিকা পালন করে। সমাজের দুর্বল, দরিদ্র ও অনগ্রসর অংশের উন্নয়নে উদ্যোগী হয়। বস্তুতঃ জাতিব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জাতীয় উন্নয়ন ও ঐক্যসাধন প্রক্রিয়ায় সদর্থক ভূমিকা পালন করে।

চতুর্থত, ভাষা ও ঐক্য : কোনো একটি অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মানুষ বসবাস করতে পারে। তা সত্ত্বেও অভিন্ন ভাষা-ভাষী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এইভাবে একই অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত অভিন্নতা এক ঐক্যবোধের জন্ম দেয়।

ভারতের বিপুল সংখ্যক অধিবাসীদের মধ্যে বহু ভাষা-ভাষীর মানুষ বর্তমান। তবে সংস্কৃতি হল অধিকাংশ আঞ্চলিক ভাষার মূল উৎস। ভারতের উত্তরাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবিধানের ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা সদর্থক।

পঞ্চমত, জাতীয়তা ও ঐক্য : জাতীয়তার চেতনা ভারতের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির ধারণাকে সুদৃঢ় করেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের মানুষ জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বিদেশী ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হয়েছে। এইভাবে দেশবাসীর মনে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষই অনেক ক্ষেত্রে একযোগে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অধিক শক্তিশালী করেছে। পরবর্তীকালে যদিও হিন্দু, মুসলমানের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিবাদ ও বিসংবাদের সৃষ্টি হয়— যার পরিণতি হল ভারতবিভাগ।

ষষ্ঠত, ভারতীয় শিল্পকলা ও ঐক্য : ভারতীয় ললিত কলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের ঐক্য ও সংহতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ভারতের মার্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্যের ইতিহাসে এদেশের মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিকাশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গীত শিল্পীদের অবদান অনস্বীকার্য। অন্যান্য শিল্পকর্মের মাধ্যমেও ভারতের ঐক্য ও সংহতির পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের শিলালিপি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। বিভিন্ন স্থানে জৈনমন্দির, বৌদ্ধবিহার বর্তমান। উল্লেখ করা হয় যে, জাতিগত সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক

Scanned with CamScanner

বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমান এইভাবে ঐক্যসূত্রে এক জায়গায় উপনীত হয়েছে।

উপসংহার : ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তোলার মত কিছু আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে যত্ন সহকারে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এই সমস্ত আন্দোলনগুলির দ্বারা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। আবার সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যকে স্বীকার ও সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

২. ভারতীয় সমাজে বৈচিত্র্যের প্রকৃতি আলোচনা কর।

উঃ ভারতবর্ষ নানা সংস্কৃতি, নানাভাষা, নানা মতের কেন্দ্রস্থল। ভারতে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম, ভাষা, জাতি ও অঞ্চলের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতের লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা এই বৈচিত্র্যগুলি আলোচনা করব নিম্নলিখিতভাবে।

জাতিগত বৈচিত্র্য : সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। ভারতবর্ষও বিচিত্র সম্প্রদায় নিয়ে তৈরি। ১৮৯১ সালে রিস্‌লে জনসংখ্যা গণনার পরিদর্শক ছিলেন। তাঁর মতে, ভারতে হিন্দুদের মধ্যে অন্তত [illegible]টি জাতি ছিল। এর মধ্যে এক-একটি জাতি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় এবং সামাজিক সচলতার কারণে ,সংখ্যাটি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনেক সময় বড় জনসংখ্যাবিশিষ্ট সম্প্রদায়গুলি জাতীয় সুবিধাসমূহ অর্জন করতে চায়। অনেকক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে মনে করে এবং এসব কারণে এদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

ভাষাগত বৈচিত্র্য : ১৯৭১-এর হিসাব অনুযায়ী ১৬৫২ টি ভাষা ভারতে চালু ছিল। ভারতীয় সংবিধানে কেবল ১৫টি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে হিন্দিভাষা ব্যবহারকারী লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী (২৯.৬৫ শতাংশ), বাংলা, তেলেগু ও মারাঠী প্রত্যেক ভাষা পৃথকভাবে ৮ শতাংশ। তামিল ৬.৮৭ শতাংশ, উর্দুভাষা (৫.২২ শতাংশ)।

ভাষার বৈচিত্র্য ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য আসার পথে বাধা সৃষ্টি করে। সর্বভারতীয় কোনও ভাষা না থাকার ফলে ভারতে ভাষাভিত্তিক অনেকগুলি রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মীয় বৈচিত্র্য : ভারতবর্ষ বহু বিচিত্র ধর্মের মিলনভূমি। ১৯৮১ সালের আদমসুমারীতে দেখা

Scanned with CamScanner

যায় ৮২.৬৪ শতাংশ লোক হিন্দু। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। এর পরের স্থানটি হল ইসলাম ধর্মের (১১.৩৫ শতাংশ)। পরবর্তী স্থানে খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষেরা। এছাড়াও আরও কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ভারতবর্ষের বাসিন্দা। এর সঙ্গে আদিবাসী ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও এ সমাজে বাস করেন।

ধর্মের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি এক একটি ধর্মের শাখাতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এধরণের বৈচিত্র্যের ফলে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কোনোও কোনোও সময়ে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্প্রদায়িক শক্তিতে পরিণত হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় বৈচিত্র্যের প্রকৃতিগুলি সমাজে প্রকট হলেও ঐক্যের ভিত্তিটিও সুদৃঢ়। একারনেই ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

Scanned with CamScanner